সমকাল

তারিখ ... 06 DEC 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

## কোচিং বাণিজ্য
# শাস্তির সঙ্গে সচেতনতাও জরুরি

কোচিং বাণিজ্যে জড়িত থাকার দায়ে ঢাকা মহানগরের আট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যে সুপারিশ দুর্নীতি দমন কমিশন করেছে, তা আমরা সমর্থন করি। বস্তুত গত আগস্টে সমকালেই ওই শিক্ষকদের ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছিল এবং দুদকের তদন্ত প্রক্রিয়া গতি পেয়েছিল। আমরা মনে করি, কোচিংয়ের নামে বাণিজ্য এতটাই প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং নানা মহল থেকে হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। ২০১২ সালে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য' বন্ধে জারি করা নীতিমালায় বাস্তবতা বিবেচনা করেই হয়তো কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে 'প্রাইভেট' পড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল। কিন্তু এর অপব্যবহার কীভাবে হচ্ছে এবং নিয়মিত ক্লাসের চেয়ে স্কুলেই পরিচালিত কোচিং কীভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে, তা নিয়ে সমকালেই আমরা অনেকবার লিখেছি। আমাদের কোচিং নীতিমালা যেন কাজির গরুর মতো কেতাবেই রয়ে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের শাস্তিই কি যথেষ্ট? ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের বাড়তি পড়াশোনা করানোর প্রয়োজন কি নেই? কোচিংয়ের বাস্তবতাও কিন্তু অস্বীকার করা যায়? এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তুলনায় ভালো স্কুলের অপ্রতুলতার কথাও মনে রাখতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষকের দক্ষতাও প্রশ্নবিদ্ধ। যে কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোদ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগ সত্ত্বেও কোচিং বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তাই বলে কোচিংয়ের ঢালাও 'বাণিজ্য' মেনে নেওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, ধাপে ধাপে কোচিং সীমিত ও সহনীয় করে তুলতে হবে। ভুলে যাওয়া চলবে না, গত কয়েক দশকে কোচিং কেবল বাণিজ্য নয়, আমাদের জন্য এক আর্থ-সামাজিক প্রপঞ্চও হয়ে উঠেছে। দেশে একসময় নকলের ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু এখন নকল অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শিক্ষক, কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক– সব পক্ষ আন্তরিক হলে কোচিং বাণিজ্যও বন্ধ করা কঠিন হতে পারে না। রাজধানীতে প্রায় একশ' শিক্ষকের শাস্তি অন্যদেরও সতর্ক ও সচেতন করে তুলবে বলে প্রত্যাশা।